শিক্ষায় অর্থায়ন ক্যাম্পেইন সহায়িকা

সহায়িকায় রয়েছে

- *বাংলাদেশের শিক্ষাখাত: কিছু সাধারণ পরিসংখ্যান*
- *বাজেটের কাঠামো ও প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা*
- *বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের সহজ বিশ্লেষণ*
- *বাজেট বাস্তবায়নের সমস্যা ও বাস্তবতা*
- *শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়ক অ্যাডভোকেসি/ ক্যাম্পেইন পরিচালনার কিছু চ্যালেঞ্জ*
- *বাংলাদেশের শিক্ষাখাত ও অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস*

IID
Institute of Informatics and Development

actionaid

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ও এর প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাধারণ কিছু তথ্য সহজভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে শিক্ষাখাতের অর্থায়ন নিয়ে ক্যাম্পেইনরত সাধারণ শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীদের সহায়তা করাই সহায়িকাটির উদ্দেশ্য। প্রতি বছর মে-জুন মাস এলেই বাজেট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দাবী-দাওয়া দেখতে পাওয়া যায়, যদিও বাজেট প্রণয়নের অধিকাংশ কাজ আরো অনেক আগেই চুড়ান্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, বাজেট বরাদ্দ আর বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্র নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরস্পর বিরোধী তথ্য প্রচারিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাজেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব, শিক্ষা-খাতের বরাদ্দ এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকলে শিক্ষা বাজেট নিয়ে ক্যাম্পেইন সহজতর হবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই এই বাজেট সহায়িকা।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাত: কিছু সাধারণ পরিসংখ্যান

১ প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোট ভর্তির হার*
১১২.৪% ♀ ♂ ১০৩.২%
১০৭.৬%

১ প্রাথমিক বিদ্যালয়
নেট ভর্তির হার*
৯৭.৬% ♀ ♂ ৯২.২%
৯৪.৮%

১ প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঝরে পড়ার হার
৩৯.৩% ♀ ♂ ৪০.৩%
৩৯.৮%

২ প্রাথমিক বিদ্যালয়
সমাপনির হার
৮১.০% ♀ ♂ ৭৮.৭%
৭৯.৮%

২ প্রাথমিক বিদ্যালয়
নেট উপস্থিতির হার
৮২.৫% ♀ ♂ ৮০.২%
৮১.৩%

২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
নেট উপস্থিতির হার
৫৩.৩% ♀ ♂ ৪৫.৫%
৪৯.০%

৩ জাতীয়
সাক্ষরতার হার
(১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব)
৫৫.৭% ♀ ♂ ৬৩.৯%
৫৯.৮%

সূত্র:

১. *জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ২০১০*
২. *মাল্টিপ্‌ল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস), জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৯*
৩. *বাংলাদেশ সাক্ষরতা জরিপ (বাংলাদেশ লিটারেসি সার্ভে), জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১০*

* *প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী মোট শিশুদের মাঝে যত ভাগ শিশু ভর্তি হয়েছে তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নেট ভর্তির হার বলা হয়। আর, মোট ভর্তির হার হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা (যে কোনো বয়সী) ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী মোট শিশু সংখ্যার অনুপাত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবার যে বয়স তার চাইতেবেশি বয়সী শিশুরা যদি ভর্তি হয়, বা একই শ্রেণীতে কেউ যদি পুনরায় ভর্তি হয়, তাহলে এই হার ১০০% -এর বেশিও হতে পারে।*

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের গঠন

বাজেট হল দেশের আয় ও ব্যয়ের একটি বার্ষিক হিসাব। প্রতি বছর জুন মাসে সরকার পরবর্তি অর্থবছরে কোন খাত থেকে কত টাকা আয় করতে পারবে এবং কিভাবে তা খরচ করবে তার একটি খসড়া হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাবই হল বাজেট। কোন খাতে কতটুকু গুরুত্বারোপ এবং বরাদ্দ দেয়া হবে, এবং বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হলে কোন উৎস থেকে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান হবে তার দিকনির্দেশনা বাজেটে দেয়া হয়।

বাজেটের হিসাবে দেশের আয়ের উৎস দুইটি- কর থেকে আয় এবং কর বহির্ভূত আয়

ব্যয়কে মূলত দুটি খাতে ভাগ করা যায়- রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়।

কর থেকে আয়ের একটি অংশ আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত আয়কর, প্রতিষ্ঠানের কর, ইত্যাদি। কর থেকে আয়ের আরেকটি উৎস হল পরোক্ষ কর। (যেমন আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, মুল্য সংযোজন কর ইত্যাদি)

কর বহির্ভূত আয় হচ্ছে করের বাইরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি সেবা, সুদ এবং জনপ্রশাসন থেকে আয়

আয় সমান ব্যয় → সুষম বাজেট
আয় বেশী ব্যয় কম → উদ্ধৃত্ত বাজেট
আয় কম ব্যয় বেশী → ঘাটতি বাজেট

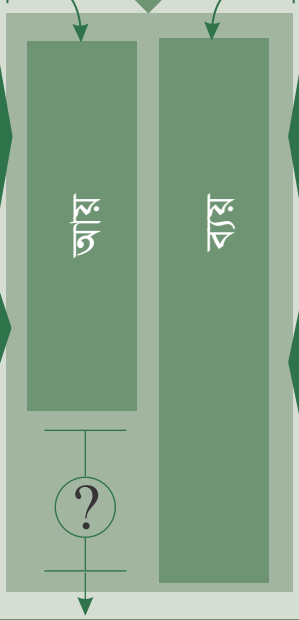

রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয় হল প্রশাসন চালানো, বেতন-ভাতা প্রদান, যোগান, ঋণ ও সুদ পরিশোধ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যে খরচ হয়।

রাস্তাঘাট, সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি খাতের উন্নয়ন, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে যে খরচ হয় সেইগুলোকে **উন্নয়ন ব্যয়** হিসাবে ধরা হয়। যা 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি' বা এডিপি-তে দেখানো হয়।

আমাদের বাজেটে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বেশি যা ঘাটতি বাজেট নামে পরিচিত। আয়ের এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার সচরাচর ঋণ নেয়। এই ঋণ দেশীয় ব্যাংক বা কোন প্রতিষ্ঠান থেকেও যেমন নেয়া হয়, আবার বৈদেশিক উৎস থেকেও ঋণ বা অনুদান নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা যায়।

বাজেট প্রণয়ন চক্র

প্রতিবছর মে-জুন মাস এলেই সর্বত্র বাজেটের দাবী-দাওয়া চোখে পড়ে, যদিও বাজেট প্রণয়নের মূল কাজ আরো আগেই হয়ে থাকে। নিচের চিত্রটি বাজেট সংক্রান্ত ক্যাম্পেইনের সঠিক সময় নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।

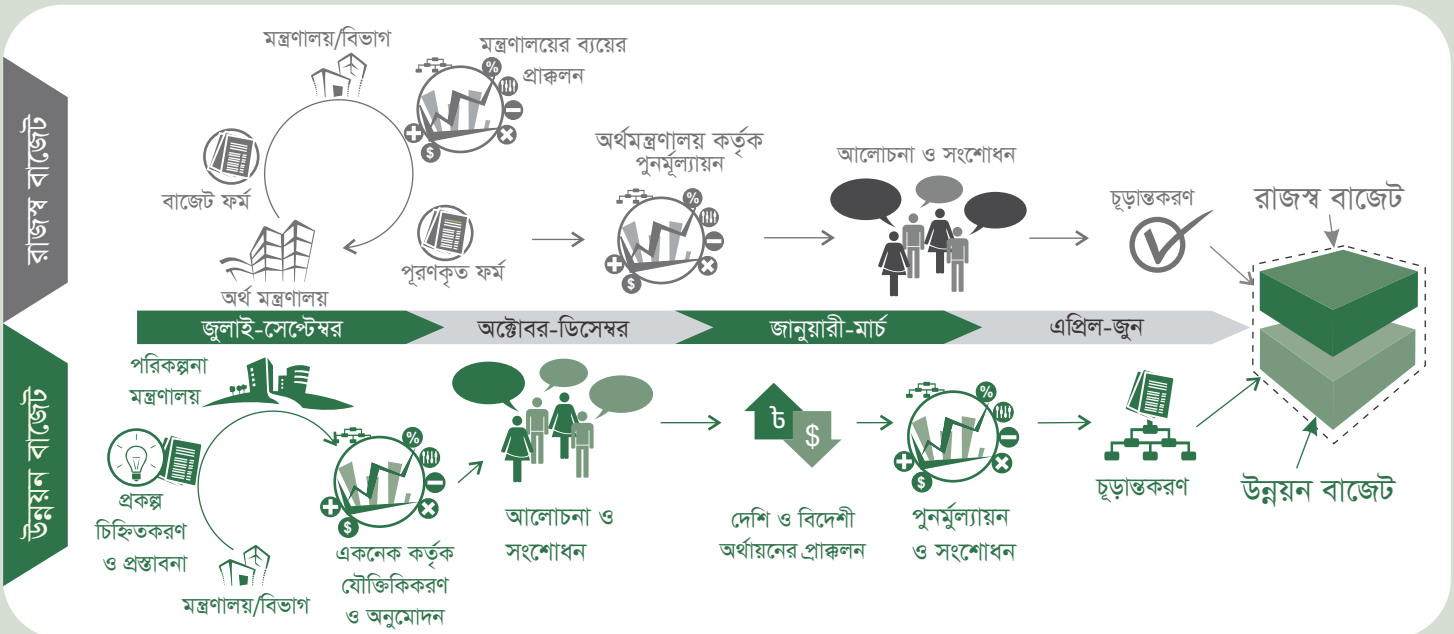

বাজেট ২০১২-১৩: শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থায়নের বিশ্লেষণ

- দেশের শিক্ষাখাত পরিচালনার দায়িত্ব থাকে মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর। অর্থাৎ, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ এ দুটি মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমেই খরচ করা হয়। তবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনেও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।
- বরাবরই আমাদের মোট বাজেটের একটি বড় অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১১.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল - অন্যান্য খাতের সাথে তুলনা করলে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম।

> **"তবে ইউনেস্কোর মতে, একটি দেশের মোট বাজেটের কমবেশি ২০ শতাংশ (অথবা জিডিপি'র ৬ শতাংশ) শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা উচিৎ"**

- শিক্ষায় বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৮ শতাংশ রাজস্বখাতে ব্যয় করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে, যার একটি বড় অংশ খরচ হয়ে যাবে শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা প্রদানে।

> **"এই বিশাল অংকের অতি নগণ্য একটি অংশ (মাত্র ০.৫ শতাংশ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার সার্বিক উৎকর্ষতার জন্য এই খাতে আরও বেশি গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজন ছিল"**

- শিক্ষায় বরাদ্দের অবশিষ্ট ৩২ শতাংশ উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা বিষয়ক ১০৯ টি প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। এই উন্নয়ন ব্যয়ের ৪৭ শতাংশ খরচ হবে নতুন স্থাপনা তৈরি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পে। অর্থাৎ উন্নয়ন ও রাজস্ব মিলিয়ে মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ সরকারি শিক্ষাসেবার বিস্তার ও মানোন্নয়নে খরচ হবে।

> **"আশংকার বিষয় হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় মাত্র ০.০৩ শতাংশ গবেষণার কাজে ধরা হয়েছে। গবেষণায় যথেষ্ট বিনিয়োগ না হলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে"**

- বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের অর্থায়ন বৈদেশিক সাহায্যের উপরও নির্ভর করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দের প্রায় ২০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে আসবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

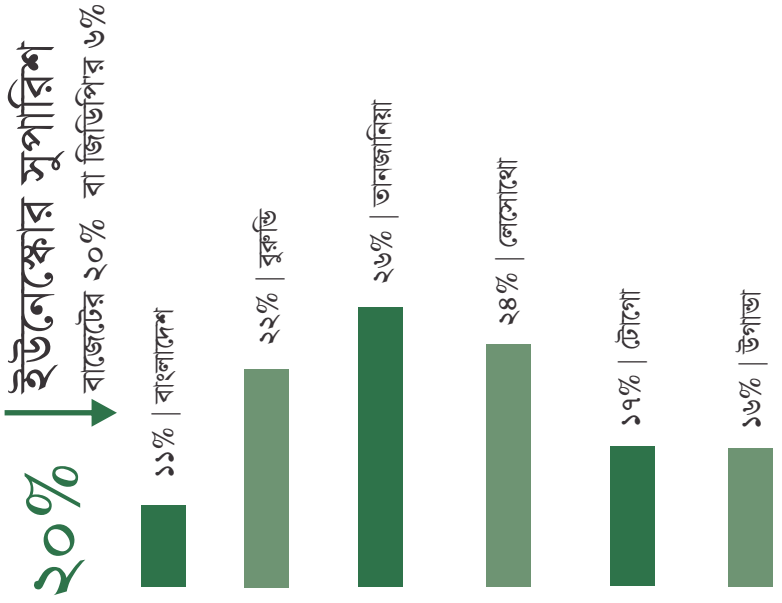

গত দুই দশকের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের মোট বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১১ থেকে ১৫ শতাংশের মাঝে ওঠানামা করে যা ইউনেস্কো'র হিসাবমতে আফ্রিকার অনেক দরিদ্র দেশের চাইতেও কম।

যথেষ্ট বরাদ্দ জরুরি - যথার্থ ব্যবহার আরও বেশি জরুরি

- শিক্ষা বাজেটের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা দেখা যায় বাজেট বাস্তবায়নে।
- যদিও আর্থিক হিসাবে বরাদ্দকৃত বাজেটের ৯৫ শতাংশই ব্যয় হয়ে যায়। তবে প্রকল্পের কাজের প্রকৃত অগ্রগতি হিসাবের মধ্যে আনলে দেখা যাবে বাস্তবায়নের হার আরও অনেক কম। কাজের গুণগত মানকেও অনেক সময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় না।
- অন্যদিকে, উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ অর্থায়ন করা হয় বৈদেশিক অনুদানের মাধ্যমে যা 'প্রকল্প সাহায্য' নামে পরিচিত। প্রকল্প সাহায্যের অর্থছাড় নির্ভর করে বাস্তবায়নের ওপর। সেই দিক থেকেও বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাখাতে দাতা সংস্থার ভূমিকা: প্রয়োজন সুচিন্তিত কৌশল

দাতা সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের শিক্ষায় অর্থায়নে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে যার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক নীতি পরিকল্পনায় এবং এর অর্থায়ন পরিকল্পনায় তাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। অপরদিকে শিক্ষায় অর্থায়ন সম্পর্কিত ক্যাম্পেইনের জন্য দাতাগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করা কঠিন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব, যা ক্যাম্পেইনের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে। এ কারনেই আবার ক্যাম্পেইনের জন্য সরকারের নীতি পরিকল্পনায় ভুমিকা রাখা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় যা জাতীয় অগ্রাধিকার ও দাতা সংস্থার অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনার কিছু চ্যালেঞ্জ

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক সার্বিক ধারণা থাকা প্রয়োজন
- বাজেটের প্রস্তুতিচক্র সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন
- খেয়াল রাখতে হবে যে বাজেটে শিক্ষাখাতে সম্পূর্ণ বরাদ্দ একত্রিতভাবে কোথাও প্রকাশিত হয় না
- জনগনের অসচেতনতা ও পরিবর্তন বিমুখ মনোভাব উত্তরণের পথ খুঁজে বের করা প্রয়োজন
- ক্যাম্পেইনের ফলাফল অর্জনে অগ্রগতি বা ফলাফল নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে
- দাতা সংস্থার পরিকল্পনা ও কৌশলের দিকে খেয়াল রাখতে হবে
- গতানুগতিক ক্যাম্পেইনে সমাধানমূলক প্রচেষ্টার (সলুশন অ্যাকটিভিস্‌ম) অভাব রয়ে যায়। উদ্ভাবনমূলক ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ক্যাম্পেইন পরিচালনার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাত ও অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস

জাতীয় নীতিমালা

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
  http://www.plancomm.gov.bd/
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
  http://www.moedu.gov.bd/

নির্বাচনী ইস্তেহার

- আওয়ামী লীগ
  http://www.albd.org
- বিএনপি
  http://bangladeshnationalistparty-bnp.org

আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল, এমডিজি)
  http://www.un.org/millenniumgoals/

মন্ত্রণালয় বিষয়ক তথ্য/জাতীয় পরিসংখ্যান

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
  http://www.moedu.gov.bd/
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
  http://www.mopme.gov.bd/
- অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বাজেট
  http://www.mof.gov.bd/
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)
  http://www.imed.gov.bd/
- জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো
  http://www.bbs.gov.bd/
- ব্যানবেইস (জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো)
  http://www.banbeis.gov.bd/

বিবিধ

- একশনএইড - এডুকেশন ফিনান্সিং টুলকিট
  http://www.actionaid.org/publications/education-financing-toolkit

IID
Institute of Informatics and Development

ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি)
৩/১১ হুমায়ুন রোড, ব্লক বি, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা ১২০৭
টেলিফোন: (৮৮০২) ৯১০১০১৬, ৯১০১৩৪৭, ৯১০১২২৮
email@iid.org.bd :: www.iid.org.bd

সহযোগিতায়
actionaid

এডুকেশন টিম
একশনএইড বাংলাদেশ
বাড়ি # ৮, সড়ক # ১৩৬
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২